KANDI RAJ COLLEGE

2ND SEM (BENG-H-CC-T-4)

পর্ব - 2 অন্নদামঙ্গল - ভারতচন্দ্র

কবি পরিচিতি, কাব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, কবি প্রতিভার বিচার, উপসংহার।

(ক)

মধ্যযুগের বাংলা মঙ্গলকাব্যধারার শেষ কবি ভারতচন্দ্রের আবির্ভাব অষ্টাদশ শতাব্দীতে। এই শতাব্দীতে বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অবস্থার সুস্থিতি ছিলনা। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর বাংলার শাসনকার্য স্বাধীনতাই হয়ে ওঠে, আর তার অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে বিশৃঙ্খলা। তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে পড়েছিল, দেবতার উপরও ভক্তি ও আস্থা কমে গিয়েছিল। তাই উনি নতুন শিল্পরীতি, চারিত্র, আদর্শের উদ্ভাবক। এই জন্যই ভারতচন্দ্রের আবির্ভাব (১৭১২ - ১৭৬০)। 'অন্নদামঙ্গল' তাঁর এই শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিই অষ্টাদশ শতকের কবিকুলের মধ্যে তাঁকে স্বতন্ত্র করে তোলেছে।

ভারতচন্দ্র কৈশোর ও যৌবনের প্রারম্ভিক পর্বে নানা ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে লড়াই চালিয়ে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সাক্ষাৎ লাভের সুযোগ পান, বিদ্যাসুন্দরের ভারতচন্দ্র নিজ কাব্যের পরিচয় দিয়ে কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় সভাকবি নিযুক্ত হন (৪০ টাকা মাসোহারায়)। অন্নদামঙ্গল লিখিত আদেশে স্বীয় ভারতচন্দ্র রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নির্দেশ শিরোধার্য করে 'অন্নদামঙ্গল' রচনায় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন, তাঁর এই অসাধারণ কীর্তির জন্যই রাজা কৃষ্ণচন্দ্র 'রায়গুণাকর' উপাধি দেন।

(খ)

কবি ভারতচন্দ্র নির্দেশিত অন্নদামঙ্গলের রচনা কাল (১৭৫২)। এই কাব্যের তিনটি খণ্ড:- ① অন্নদামঙ্গল ② বিদ্যাসুন্দর ③ মানসিংহ।

আমাদের পাঠ্যবিষয় প্রথম খণ্ড অন্নদামঙ্গল, এই কাহিনীর সংক্ষিপ্ত রূপ:-

অন্নদামঙ্গলের সূচনায় অধিকারী কর্তৃক ভারতচন্দ্রের স্বপ্নাদেশে কৃষ্ণচন্দ্রের সাক্ষাৎ নিষেধ এবং কৃষ্ণচন্দ্রকর্তৃক অন্নপূর্ণা পূজার জন্য বিদগ্ধ মেলে উপদেশ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

এরপর সুরনদি অবলম্বনে দক্ষযজ্ঞের সতীর দেহত্যাগ, হিমালয়ের উমাদান

শীলা ভট্টাচার্য
৬/০৪/২০

জন্ম এবং রহস্যময়ীর বিবাহ। পার্বতীজীবন, যোগসাধন, শিবের বিশ্বরূপ এবং তারপরেই কালীরূপে অন্নপূর্ণার আবির্ভাব ও অবস্থিতিকে কেন্দ্র করে, এই কাব্যের নামকরণ ব্যাস কাহিনী। অন্নপূর্ণার কালীর মহিমা খুব কম নয়। কালী বিশ্বরূপ ব্যাসদেবের বিবাহ ব্যর্থ হলেও তিনি অসন্তোষী কবির আছে।

(২)

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' এক নতুন মঙ্গলকাব্য। মঙ্গলকাব্যের কাহিনীর অনুসরণে কাব্যটি যদিও তাঁর প্রথম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দীপ্ত আলোকে এক নতুন মহিমায় এসে উদ্ভাসিত হয়েছে। মধ্যযুগের দেবমাহাত্ম্য প্রকাশ-উদ্দেশ্যে তাঁর লেখা, তার চেয়ে বেশি তাদের মানব করে তোলার আগ্রহ-ই সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পেয়েছে। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মতো তিনি দেবতার বন্দনাগান গেয়েছেন, দেবীর স্বপ্নাদেশের কথা বলেছেন, ইতিবৃত্তের সুখদুঃখের ছবি এঁকেছেন এবং অন্নদার মাহাত্ম্য প্রচার করেছেন, তবু কবির মনোভাব এই কাব্য প্রচলিত মঙ্গলকাব্যের অনুসারী নয়। তাই তিনি কাব্যের উপসংহারে বলতে পেরেছেন। ভারতচন্দ্র তাই বলেন, 'রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে'

তাঁর চিত্রিত দেবদেবীতে দৈবমহিমার অপেক্ষা মানবোচিত গুণের অপূর্ব প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর শিব, অন্নপূর্ণা, নারদ, ব্যাসদেব, পার্বতী সকলেই মানবিক গুণে সমৃদ্ধ। শিবের বিবাহযাত্রা, হর-গৌরীর বিলাস, নারদের প্রতি গোপনীয়-ভাবে ব্যবহার, বিষ্ণু-সভায় শিবের আগমন, পার্বতী-ব্যাসদেবের ব্যক্তিগত যোগসূত্র প্রভৃতির মধ্যে নামমাত্র দেবত্বের গন্ধ নেই, মর্ত্য মমতামেদুর মানবজীবন চেতনার প্রকাশ তাঁর আধুনিক যুগের বাস্তবতা এনে দিয়েছে। তাঁর কাব্যে ঘটেছে মধ্যযুগের শিল্প এবং আধুনিক যুগের সূচনা। নিঃসন্দেহে বলা যায়, আমার সমালোচক মনে করেন - অন্নদামঙ্গল কাব্যে চরিত্রসৃষ্টিতে ভারতচন্দ্র যেন যোগ্য কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেননি, অন্নদামঙ্গলের চরিত্রগুলি ইতিহাসচরিত্র। এমন সমালোচনা সত্য নয়, তাঁর কাব্যের

শাশ্বতী ভট্টাচার্য
৬/০৪/২০২০

যেসব চরিত্র প্রধান প্রতিভূ হয়ে রঙ্গমঞ্চের মানুষ হয়ে উঠেছে, যেমন দিগম্বরী পাটনী দেবীর কাছে ধন-মান প্রার্থনা করেছে, 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'- এই মাতৃকামনা প্রার্থনায় চরিত্রটির বাস্তব মানবিক আবেদন উদ্ভাসিত। শিব- পার্বতী- ~~[illegible]~~ ব্যাসদেব 'হরিহোড়'- চরিত্রগুলির মানবিক আচরণ পাঠকের মনকে মানবিক রসে সিঞ্চিত করে।

ভারতচন্দ্র রসাত্মক কবি। বিহার সত্যে শিবের আবার আবার, শিবপার্বতীর সংলাপ, পার্বতী ব্যাসদেবের ব্যক্তিগত সংলাপে রসাত্মক উৎসার ঘটেছে, এই রসিক কবিকে তুষ্ট চিত্রকর বলা যায়।

ভারতচন্দ্র রাজসভার কবি ছিলেন। সেকালের অলংকৃত বাক্‌সংযম ও বাক্‌-বৈদগ্ধ্য তাঁর রচনায় অবিশ্বাস্যভাবে লক্ষণীয়। শব্দদক্ষ ভারতচন্দ্র কবিকৃতি দিয়ে বুঝিয়েছেন- 'রসই কাব্যের প্রাণ'। রসসৃষ্টির প্রয়োজনে তিনি 'যাবতী-মিলাস' ভাষার প্রয়োগ ঘটাতে দ্বিধা করেননি,

না রবে প্রসাদ গুণ, না হবে রসাল
তেই কবিকুল ভাবে যাবতী- মিলাল।

তবে এই কাব্যের ভাষা রূপে ও প্রয়োগে অনন্যতার পরিচয় দেয়, তাঁর রচনার বহু অংশ প্রচলন বা সুভাষিতে মর্যাদা পেয়েছে, যেমন 'বড়ো পিরীতি বালির বাঁধ', 'মাতৃত্ব মাটির ভিতর সাতটি পাতাল', 'নগর পুড়িলে কি দেবালয় এড়ায়', ভারতচন্দ্রের কাব্য ভাষার অজস্র ব্যক্তিগত জীবন- অভিজ্ঞতার, অন্তরঙ্গের বিস্ময়, ভাবকল্পনার ব্যঞ্জনা তাঁর কাব্যের মধ্যে নানা ভঙ্গিতে প্রতিফলিত হয়েছে। ইন্দ্রাণীর বেশে সংস্কৃত কাব্যপ্রসঙ্গ বেশে আবার ইন্দ্র ভুজঙ্গপ্রয়াত, তুণক, তোটক ইত্যাদি। তিনি যখন দণ্ডকের সর্গে প্রয়োগ করেছেন,

ভুজঙ্গপ্রয়াতে কহে ভারতী যে। সতীদে সতীদে সতীদে।

সতীরূপে শিবের ভুজঙ্গপ্রয়াত। অন্যান্য জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর মতো ইন্দ্রজিৎ কবি মধুসূদনের সমই ছিলেন, অন্যান্য রচনায় কবির

শীলা ভট্টাচার্য
৬/০৪/২০২০

কৃতিত্ব অবিসংবাদিত, কাব্য বিচার আলোচনার উজ্জ্বল আদর্শ,
কবির শ্লেষ আক্রমণের অপূর্ব নিদর্শন: —
অতি বড় হৃদয়হীন সিদ্ধান্তে শিহরি। যেন তবে নাহি তার কোথাও আশ্রয়,

(খ)

সমালোচকদের মধ্যে কেউ কেউ 'অন্নদামঙ্গল' সম্পর্কে যেসব কথা বলেছেন, তাদের কাব্য, ভারতচন্দ্র ও কল্পনাসম্পর্কিত উত্তর পত্র করেছেন। তিনি (ভারতচন্দ্র) যে সমকালীন কাব্যধারার হত দেন ও সামাজিক এক সংস্থানের, সাহিত্য যে সমাজের দর্পণ, তাই বোঝা যায়, কিন্তু যেমন কিছু কিছু যেমন সরে এসে পড়েছে। তিনি যে যুগসন্ধিক্ষণের কবি, যেখানে একটি বিস্তৃতি সত্ত্বেও এক অপরূপ শিল্পসুষমায় তাঁর অন্ত্য কবিকর্ম, বাঙালীর সাহিত্যসংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ মনীষী কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই কবিকে কত কাছে নিয়ে মন্তব্য করেছেন: "রাজসভার কবি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল পাঠ করিলে মনিমালার মতো, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা, তেমনি তাহার কারুকার্য।"
ভারতচন্দ্রের কাব্যসাধনার মূল বৈশিষ্ট্য এখানেই-এখানেই তাঁর সার্থকতা সিদ্ধি।

—

প্রিয় ছাত্রছাত্রী,
তোমাদের আমি বিশেষ ভালোবাসি বলে 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের প্রতিটি অংশ বিশ্লেষণ করে শ্রেণী করে পড়িয়েছি। এখন আমার বয়স (বিয়াল্লিশ অতিক্রান্ত) আমি কবিতা লেখে ২০০ কিমি দূরে নিজেদের আছি, 'অন্নদামঙ্গল' মূল বইটি আমার কাছে নেই। এই বার পাশ দেওয়ার সুযোগ নেই, এই অন্নদামঙ্গলের কবি ও কাব্য সম্পর্কে সাহিত্য আলোচনা (সংক্ষেপে) লিখে পাঠালাম।
আমি বাংলা ছন্দের মূলসূত্র ও ছন্দোবিধি নিয়ে একটি আলোচনা করতে পারি, তোমরা যদি এই বিষয়ে আগ্রহী হও, তবে তোমাদের মতামত জানিও।

শ্রীশ্রীভট্টাচার্য
৩।০৪।২০২০